৭.৫.২ ওয়াশিংটন সম্মেলনের গুরুত্ব

আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে ওয়াশিংটন সম্মেলন একটি অত্যন্ত সফল সম্মেলন হিসাবে বিবেচিত। সম্মেলনের সাফল্যের সবথেকে বড়ো দুটি দিক ছিল জাপান কর্তৃক চীনকে শানটুং ফিরিয়ে দেওয়া এবং পঞ্চশক্তির নৌ-চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নৌবহর বৃদ্ধির বল্গাহীন প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ করা। এর ফলে দূরপ্রাচ্যে উত্তেজনার সাময়িক প্রশমন ঘটে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রাক্-প্রথম

Scanned with CamScanner

বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারসাম্য ফিরে এসেছিল। রিচার্ড স্টোরি বলেছেন, যে সন্তুষ্টি চীন ভার্সাইতে লাভ করতে ব্যর্থ হয়, তা সে ওয়াশিংটনে অর্জন করেছিল (At Washington China received the satisfaction she had failed to obtain at Versailles.)। অর্থাৎ সে তার হৃত শানটুং ফিরে পেয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন সম্মেলনের সাফল্য ছিল আংশিক। চীনের হৃত মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সম্মেলন দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে চীনে প্রায় সবগুলি বৃহৎ শক্তিরই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ জড়িত ছিল। ঐ অঞ্চলে উত্তেজনার মূল কারণ ছিল, চীনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। দূরপ্রাচ্যের সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল চীনের আধা-ঔপনিবেশিক অবস্থার (Semi-Colonial Condition) অবসান এবং চীনের সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেওয়া। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কেউই চীনের বিস্তীর্ণ বাজার থেকে হাত গুটিয়ে নিতে ইচ্ছুক ছিল না, তাই তারা চীনের যাবতীয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে কোন আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়নি। তাই একমাত্র শানটুং ফিরে পাওয়া ছাড়া চীনের কাছে ওয়াশিংটন সম্মেলন ছিল হতাশাব্যঞ্জক এবং তাৎপর্যবিহীন। স্বাক্ষরকারী দেশগুলি চীনের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তারা চীনকে নিজেদের স্বার্থজড়িত অঞ্চলে বিভক্ত রেখে একটি মিশ্র উপনিবেশের (Hypo Colony) পর্যায়ে রেখে দিতে চেয়েছিল। ওয়াশিংটন সম্মেলনের সবথেকে বড়ো ব্যর্থতা ছিল এইখানে।

ই. এইচ. কার (E. H. Carr) বলেছেন, "ওয়াশিংটন চুক্তিসমূহের দ্বারা উদ্ভূত পরিস্থিতি ছিল নিরাপত্তাবিহীন, কেন না জাপান এশিয়ার মূল ভূখণ্ডের ওপর থেকে তার সম্প্রসারণশীল নীতির প্রত্যাহার নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে মেনে নিয়েছিল" (The situation created by the Washington treaties was insecure in so far as it depended on the unwilling renunciation by Japan of her forward policy on the Asiatic mainland.)। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর লন্ডন এবং ওয়াশিংটনে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল, কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছিল এবং দূরপ্রাচ্যে জাপানকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয়েছিল। এক ব্রিটিশ কূটনীতিবিদ্ তাঁর প্রতিবেদনে বলেছিলেন, ওয়াশিংটন সম্মেলনে জাপান সবকিছুই মেনে নিয়েছে এবং কিছুই লাভ করেনি (At Washington Conference Japan yeielded everything and gained nothing.)। এই সম্মেলনের পর জাপান তার নয়া বিচ্ছিন্নতার ফলে আশঙ্কিত

Scanned with CamScanner

হয়ে উঠেছিল। জাপানে মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ আরম্ভ হয় এবং বিক্ষোভকারীরা মার্কিন পতাকা পুড়িয়ে দেন। জাপানি বিদেশমন্ত্রী শিদেহারা আমেরিকার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ঐতিহাসিক আয়ান নিশ (Ian Nish) বলেছেন, এটি দুঃখজনক না হলেও অত্যন্ত শ্লেষের বিষয় ছিল যে, আমেরিকানদের সাথে সম্পর্কের উন্নতিসাধন করাই শিদেহারার মূল উদ্দেশ্য ছিল, অথচ প্রতিকূল বিধানগুলি ওয়াশিংটনের কাছ থেকেই এসেছিল (It was deeply ironic—not to say tragic—that Shidehara whose main policy objective was to improve relations with the Americans, had to face hostile legislation from Washington.)। শিদেহারা যতদিন বিদেশমন্ত্রী ছিলেন, ততদিন তিনি ওয়াশিংটন সম্মেলনের শর্ত অনুযায়ী চীনের প্রতি একটি আপসমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের সমর্থকরা তাঁকে "দুর্বল হাঁটুর চীনা নীতি"র (weak kneed China policy) প্রবক্তা বলে সমালোচনা করেছিলেন। জঙ্গি জাতীয়তাবাদীরা যে মুহূর্তে জাপানে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁরা ওয়াশিংটন সম্মেলনের শর্তাবলী লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চীনের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে এই অভিযান আরম্ভ হয়। দীর্ঘ দশ বছর পর দূরপ্রাচ্যের পরিস্থিতি পুনরায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner